এডিপি অগ্রাধিকার
অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২০.০৬.০০০০.৬১৪.১৪.১৪৫.১৭/১৬

তারিখ ঃ ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৩ / ১৩ মার্চ, ২০১৭

বিষয় ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়নের নীতিমালাঃ

'রূপকল্প-২০২১' এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র হার হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ। এ লক্ষ্য অর্জনের দীর্ঘ মেয়াদি প্রেক্ষিত-পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে তার মধ্য মেয়াদি কৌশল ও লক্ষ্য এবং এমডিজি'র উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উপায় নির্ধারণ করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) বাস্তবায়ন করা হয়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হয়। একই সাথে বেশির ভাগ এমডিজি লক্ষ্যের চেয়ে বর্ধিত হারে অর্জনের মাধ্যমে বিশেষ করে দারিদ্র হার হ্রাসে সফল হয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

১.২। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করে তাতে এমডিজি উত্তর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১ সালের পূর্বেই মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের উন্নয়ন নীতি-কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা এবং মধ্য মেয়াদি কৌশল ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। এ লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন কাজের সূচনা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অগ্রাধিকার খাতসমূহে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়নকালে অনুমোদিত প্রকল্প, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প, পিপিপি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তিকরণসহ বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

০২। এডিপির আকার ও অর্থনৈতিক খাত/উপ-খাত/প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণ এবং অনুমোদনঃ

জারীকৃত এডিপি নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দের প্রাথমিক চাহিদা পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রেরণ করবে। সেক্টর বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে আলোচনা, যৌক্তিকতা ও কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবর্তন/সংশোধন করতঃ প্রকল্পওয়ারী প্রাথমিক বরাদ্দ প্রস্তাব কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করবে। স্থিতিশীল সামষ্টিক (Macro) অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, মূল্যস্ফিতি, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ চাহিদা, স্থানীয় সম্পদ আহরণের গতিধারা, বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও এর ব্যবহারের সক্ষমতা এবং সর্বোপরি অগ্রাধিকার খাতসমূহের চাহিদা, ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি এডিপি'র মোট আকার নির্ধারণ করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র উৎসওয়ারী অর্থায়ন (স্থানীয় ও বৈদেশিক) পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগকে অবহিত করবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ খাত ও প্রকল্পওয়ারী প্রকল্প সাহায্য ও Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক তা কার্যক্রম বিভাগকে অবহিত করবে। এডিপি'র মোট আকার নির্ধারণের পর কার্যক্রম বিভাগ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার, চলমান প্রকল্পসমূহের চাহিদা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ইত্যাদি বিবেচনা করতঃ অর্থনৈতিক খাত/উপখাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন করে তা পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহকে অবহিত করবে। পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহ অর্থনৈতিক খাত/উপখাতভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ প্রস্তাব কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে কার্যক্রম বিভাগ খসড়া এডিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভার সুপারিশক্রমে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

০৩। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়ন বিষয়ে সাধারণ নীতিমালাঃ

(১) শুধুমাত্র অনুমোদিত চলমান প্রকল্প বরাদ্দসহ এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী ব্যতিরেকে কোন প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা যাবে না;

(২) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কাঙ্খিত সুফল প্রাপ্তি বিবেচনায় এডিপিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের চেয়ে চলমান প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে তালিকা সন্নিবেশিত করা হবে;

(৩) পরিকল্পনা শৃঙ্খলা ও বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে তালিকাভুক্ত সম্ভাব্য সমাপ্য কোন প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা যাবে না। এছাড়া আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা যাবে না;

(৪) এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের বরাদ্দ ও অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন সহায়তা খাতসমূহের অনুকূলে বাস্তবভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব করতে হবে;

(৫) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে যা বরাদ্দসহ এডিপিতে পৃথক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

(৬) এডিপি'তে পৃথক তালিকা হিসেবে সংযুক্তির জন্য Public Private Partnership (PPP) প্রকল্পের একটি তালিকা প্রেরণ করতে হবে;

(৭) এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের দুটি তালিকা সংযুক্ত করা হবে;

(৮) এডিপিতে অন্তভূক্তিযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় আইসিটি সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট এবং দারিদ্র নিরসন সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট এর তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

০৪। **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির নীতিমালাঃ**

(১) ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিশেষ করে আয় বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ দারিদ্র নিরসন, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃজন, মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা), কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি, নগর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি উন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, আয় বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশগত টেকসহিতা, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ এবং এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার Allocation of Business বিবেচনাপূর্বক নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট এলাকায়/অঞ্চলে এক বা একাধিক সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে এবং এলাকা/অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

(৩) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে, জাতীয় অগ্রাধিকার সম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যৌক্তিকতাসহ নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পুনঃ প্রস্তাব করতে হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে একান্ত অপরিহার্য এবং উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত না হলে জিওবি অর্থায়নে সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সাধারণভাবে পরিহার করতে হবে;

(৪) নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণে অগ্রসর পর্যায়ে রয়েছে এমন (অর্থাৎ পিইসি সভায় সুপারিশকৃত, পরিকল্পনা কমিশন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন, মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং সংস্থা হতে প্রেরিত ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ইত্যাদি) প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাব করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, যেসব নতুন প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৬ মার্চ, ২০১৭ -এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে পাওয়া গিয়েছে শুধু সেসব প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা যাবে। যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে ঐ সকল প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাওয়া যায়নি মর্মে বিবেচিত হবে।

(৫) উন্নয়নের মূল ধারায় জলবায়ু পরিবর্তনকে (Climate Change) সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম সম্পন্ন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(৬) প্রকল্পকে টেকসই ও অধিকতর জলবায়ু সংবেদনশীল করার নিমিত্ত চলমান অথবা নতুন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য, পরিবেশ, দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক (Nexus) অন্তর্ভুক্তিকরণ বিবেচনায় রাখতে হবে;

(৭) দেশের বিভিন্ন এলাকায় নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা রোধে নদী ড্রেজিং, নদী শাসন ও রক্ষণাবেক্ষনের লক্ষ্যে পরিবেশ ও প্রতিবেশের (Ecology) বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(৮) ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সফটওয়্যার শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা বিকাশের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রকল্প গ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে;

(৯) সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) ভিত্তিতে/উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের সহায়ক (Link Project) নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার পাবে। বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা রয়েছে এমন প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পরিহার করতে হবে;

(১০) যেসব প্রকল্প ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য বিবেচিত হয়নি সেসব প্রকল্প পুনরায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পরিহার করতে হবে;

(১১) সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণসহ যেকোন ধরণের আবাসিক/অনাবাসিক ভবন, ভৌত ও নির্মাণধর্মী প্রকল্প গ্রহণে কৃষি জমির ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে এবং জমির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে হবে। নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় যথাসম্ভব ইতোপূর্বে অধিগ্রহণকৃত কিন্তু অব্যবহৃত জমি (অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন হলেও) কিংবা খাস জমি ব্যবহারের প্রস্তাব করতে হবে;

(১২) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের ২০ একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ বা ব্যবহারের সংশ্লেষ থাকলে এবং ঋণ বা অনুদান গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য নতুন প্রকল্প এডিপিতে বরাদ্দবিহীন নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।